৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীঃ একটি সমস্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ

মাসুদা এ চৌধুরী

( শেষাংশ )

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর আলোকে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে এখনই যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন সেগুলো সাধারণত নিম্নরূপ হতে পারে :

১। ২০০০ সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য ৯০% শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে গড়ে বার্ষিক ৭% হারে ব্যয় বাড়বে। সে প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের ৭-১০ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনাকেও উন্নত করে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২। সংবিধানের ২৬নং ধারা অনুযায়ী সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন ও সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। তবে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (মাদ্রাসা, টোল, মক্তব ইত্যাদি) মূল শিক্ষা কার্যক্রম অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

৩। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমগ্র সমাজকে একটি আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসহ সকল শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষানীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পদ্ধতির গোঁজামিল নিরসনে দলমত নির্বিশেষে সকলকে জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে।

৪। শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য রেডিও-টিভিতে নতুন চ্যানেল অথবা অধিক সময়ব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার সংগে জড়িত সকল ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাসফর, বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী এবং দেশী ও বিদেশী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখানো যেতে পারে।

৫। শিক্ষা উন্নয়ন তথা সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহযোগিতা নিশ্চিতকরণে ম্যানেজিং কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির হাতে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। কমিটির সদস্যদের এসকল কাজে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সেরও আয়োজন করা যেতে পারে।

৬। প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা তদারকির ক্ষমতা ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পরিষদের হাতে অর্পণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে থানাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

৭। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চতর মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া ভাল কাজে পুরস্কার এবং খারাপ কাজে তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮। গ্রাম এলাকার জন্য শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষিত মহিলাদের নিজস্ব এলাকায় কাজ করার শর্তসাপেক্ষে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৯। শিক্ষক রাজনীতি ও শিক্ষক ইউনিয়নের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজে পেতে হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা বিভাগ, প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় সংগঠনের সম্পৃক্ততিতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করতে হলে বিভিন্ন সংস্থা (সরকারি ও বেসরকারি) ও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সকল ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমকে সমন্বিত করে সম্মিলিতভাবে লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে সমন্বয় দরকার। ইতিপূর্বে গণশিক্ষার নামে প্রবর্তিত শিক্ষা কার্যক্রম ছিল পরস্পর সম্পর্কবিহীন, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, স্বল্পমেয়াদী ও অত্যন্ত দুর্বল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কিছু প্রকল্প বা প্রকল্পাংশ। এ সকল বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র সম্পদেরই অপচয় হয় না; উপরন্তু সমন্বিত ও সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের পথেও বাধা সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষার সকল প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত করে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করা এ মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী। এ সংগঠন গ্রামের সকল জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে ব্যবহারিক সাক্ষরতাদানসহ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে এবং মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে সমন্বিত করবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের মত দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল দেশে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজসাধ্য কাজ নয়। দারিদ্র্য ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে যেমন সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম বাধা সৃষ্টি করছে, অপরদিকে তেমনি শিক্ষা উন্নয়নে কিংবা নিরক্ষরতা দূরীকরণে এখন পর্যন্ত দেশে কোন সর্বসম্মত জাতীয় সচেতনতাবোধ গড়ে ওঠেনি; যার ফলে সরকার ও জনগণ এবং সরকারিদল ও বিরোধীদল এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। আবার শহর-গ্রাম সর্বত্রই কোন লাগসই শিক্ষা অবকাঠামো না থাকায় সমন্বিতভাবে শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তথা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার; যাতে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এ জাতীয় একটি সমন্বিত কাঠামো সৃষ্টি করা গেলে অর্থ ও সময় উভয়ের সাশ্রয় হবে। নতুবা সীমিত সম্পদের এ দেশে সময় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে পাল্লা দিয়ে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কোনভাবেই সম্ভব হতে পারে না।

[লেখিকা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি 'বার্ড'-এর উপ-পরিচালক]